দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৮

৭

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

একটিমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানীর বাইরে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে স্থান পুনঃনির্বাচনের বিরোধিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় ১৯৭৯ ইং সালের ২২ নভেম্বর যশোর-কুষ্টিয়ার সীমান্তবর্তী শান্তিডাঙ্গায় তৃতীয়বারের মতো পুনঃভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এরপর মাদ্রাসা ছাত্রসহ আপামর তৌহিদী জনতার তীব্র আন্দোলন ও দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পুনরায় নতুনভাবে স্থানান্তর করা হয়। অবশেষে সরকারের প্রতিশ্রুত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার অদূরে গাজীপুরের টঙ্গী এলাকার নির্ধারিত স্থানে একটি সরকারী প্রশস্ত ভূখণ্ড বরাদ্দ করা হয় এবং ১৯৮৩ ইং সালের ২১ জুলাই মহামান্য প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ 'বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' নামে সর্বশেষ বর্তমান ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে একটি সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য অনুষদ ভবন এবং একটি আবাসিক হলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৮৪/৮৫ ইং শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়, নির্ধারিত সময়ে যথারীতি ভর্তির জন্য ৩৮০০ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভর্তি পরীক্ষাসহ উক্ত শিক্ষাবর্ষের যাবতীয় কাজকর্ম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ [illegible] যায়।

এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯৮৪/৮৫ ইং শিক্ষাবর্ষ পেরিয়ে যায়। পরিশেষে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও প্রতীক্ষার অবশান ঘটিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে দেশের ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৫-৮৬ ইং শিক্ষাবর্ষে চালু হয়। ১৯৮৬ ইং সালের ২৮ জুন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ ডঃ এএনএম মোমতাজ উদ্দীন চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস উদ্বোধন করেন। শুভযাত্রা পথের এই স্মরণীয় দিনেই বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনা সর্বপ্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে। শারীয়াহ ও সামাজিক বিজ্ঞান মোট এ দু'টি অনুষদের অধীনে চারটি বিভাগ নিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদযাত্রা শুরু হয়েছিল। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজ (শারীয়াহ) অনুষদের ছিল আল কুরআন ওয়া উলুমুল কুরআন এবং উলুমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়া বিভাগ। আর মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ছিল হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ। শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যা কম হলেও বর্তমানে তা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। শুধুমাত্র লাল ইটের সুরম্য ভবন সৌন্দর্যই নয়, আরো একাধিক দিক দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট অগ্রগামী এবং তুলনামূলকভাবে এর পাঠ্যক্রম ও শিক্ষার মান উন্নততর। এখানে নেই কোন সেশনজট, নেই কোন রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলাদলি সর্বোপরি সন্ত্রাস ও অরাজকতা; সাম্প্রতিক সময়ের শিক্ষাঙ্গনে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সর্বপ্রকার ছাত্ররাজনীতিমুক্ত সুস্থ ধারা বজায় রেখে শিক্ষার উপযোগী স্বাভাবিক পরিবেশ অব্যাহত রেখে চলেছে। সুতরাং রাজনৈতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একক কৃতিত্বের অধিকারী নিঃসন্দেহে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের ফলে বিগত দু'বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও গভীর আগ্রহ নিয়ে এসব বিষয়ে অধ্যয়ন করে আসছে। ইতিমধ্যেই এদেশের উচ্চ শিক্ষার ইতিহাসে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এক নব অধ্যায়ের শুভ সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে। একারণেই বর্তমানে ১৯৮৭-৮৮ ইং শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি অনুষদের অধীনে যথাক্রমে আল-কানুন ওয়াশ শারীয়াহ বিভাগ এবং অর্থনীতি বিভাগ চালু করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এদিকে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে স্বপনে লালিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাঙ্ক্ষিত প্রথম ব্যাচের অনার্স কোর্স শেষ হতে যাচ্ছে অর্থাৎ কিছু দিনের মধ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক সম্মান ডিগ্রী নিয়ে প্রথম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রিগণ নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পন্ন করে বেরিয়ে আসছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি, গাজীপুর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ সীমান্তের শান্তিডাঙ্গায় সরিয়ে নেয়ার সাম্প্রতিক মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত এদেশের অধিকাংশ তৌহিদী জনগণকে ক্ষুব্ধ করেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইট সেলেকশনকাল থেকে একটি বিশেষ চক্র এ বিশ্ববিদ্যালয় যেন রাজধানী বা তার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তজ্জন্য তৎপরতা চালিয়ে আসছিল। মহামান্য প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর দেশের মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামী জনতার দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে গাজীপুর বোর্ড বাজারে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে হট্টগোল আর হৈ চৈ-এর জন্য অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে, ৪ বছরের ডিগ্রী ৮ বছরেও নিতে পারে না—সে সময় অস্ত্রের ঝনৎকারহীন, পড়াশুনার পরিবেশমণ্ডিত, যথাসময়ে কোর্স ও পরীক্ষা গ্রহণের গৌরবময় রেকর্ড সৃষ্টিকারী এ বিশ্ববিদ্যালয় তখন এখান থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রাবা কি তবে সেই চক্রান্তকারীদের বিজয়ই সূচিত হলো?

মুহম্মদ আবদুল মুনিম খান নোমান

বন্দরে সরকারী কলেজ

ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শীতলক্ষ্যার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বন্দর উপজেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা। এই উপজেলার শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। এখানে কয়েকটি হাই স্কুল ও কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। যদিও উপজেলা ভিত্তিক কমপক্ষে একটা কলেজ থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উপজেলায় তা নেই। তাছাড়া দিন দিন এই উপজেলায় শিক্ষার্থীর হার বাড়ছে। তারা নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজ ও নারায়ণগঞ্জ কলেজে ভিড় জমাচ্ছে। এই কলেজগুলোতে এমনিতেই ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক, তার উপর ছেলে-মেয়েদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে দূরে গিয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের ক্লাস করানোর খরচ নির্বাহ করা সম্ভব নয় ফলে অনেকের লেখাপড়া ইতিমধ্যে বন্ধ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকবার লেখালেখি হলেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। তাই উপজেলাবাসীর আবেদন বন্দর উপজেলার ছাত্রদের কথা বিবেচনা করে অনতিবিলম্বে বন্দরে একটি সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ মিজানুর রহমান মনির,
১০৩, ছালেহনগর রোড,
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।